ঢাকা ক্রেডিট ইউনিয়ন স্কুলে অনুষ্ঠিত হলো ১০ম পিঠা উৎসব–২০২৬

ঢাকা ক্রেডিট ইউনিয়ন স্কুলে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে ১০ম পিঠা উৎসব–২০২৬। প্লে গ্রুপ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে উৎসবটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। শিক্ষার্থীরা নিজ হাতে তৈরি করা নানা ধরনের ঐতিহ্যবাহী পিঠা নিয়ে পৃথক পৃথক স্টলে অংশগ্রহণ করে এবং প্রদর্শন ও বিক্রয়ের মাধ্যমে বাংলার গ্রামীণ ঐতিহ্যকে তুলে ধরে।

অনুষ্ঠানে স্কুলের প্রধান শিক্ষক রতন পিটার গমেজের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট মাইকেল জন গমেজ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা ক্রেডিটের সেক্রেটারি মঞ্জু মারীয়া পালমা, ডিরেক্টর ডন এ. অধিকারী, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জোনাস গমেজ, নির্বাহী কর্মকর্তা সুইটি সিসিলিয়া পিউরীফিকেশন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষার্থীদের পিতামাতা, অভিভাবকবৃন্দ ও শিক্ষকগণ।

প্রধান শিক্ষকের নির্দেশনায় প্রতিটি শ্রেণির জন্য পৃথক স্টল বরাদ্দ রাখা হয়। শিক্ষার্থীরা বাড়িতে তৈরি করা চিতই, ভাপা, পাটিসাপটা, পাকন, পুলিসহ নানা দেশীয় ও ঐতিহ্যবাহী পিঠা নিয়ে আসে, যা দর্শনার্থীদের দারুণভাবে আকৃষ্ট করে।

পিঠা উৎসব–২০২৬ এর শুভ উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট মাইকেল জন গমেজ। প্রধান অতিথির বক্তব্য মাইকেল জন গমেজ বলেন, "আজকের প্রজন্মকে শুধু পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান নয়, নিজেদের শিকড় ও সংস্কৃতির সাথেও পরিচিত করে তুলতে হবে। পিঠা উৎসবের মতো আয়োজন শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাঙালি ঐতিহ্য, সৃজনশীলতা ও উদ্যোক্তা মনোভাব গড়ে তুলতে সহায়ক। ঢাকা ক্রেডিট ইউনিয়ন স্কুল এ ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার পাশাপাশি সংস্কৃতি চর্চার সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।আজকে উৎসবমূখর পরিবেশে তৈরী হয়েছে। শিক্ষার্থীদের পিতামাতা, অভিভাবকবৃন্দসহ যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজকের আয়োজন, সকলকে ধন্যবাদ জানাই। " তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতেও এমন সাংস্কৃতিক আয়োজন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।

ঢাকা ক্রেডিটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জোনাস গমেজ তার বক্তব্যে বলেন, ''শিক্ষার্থীদের জীবনে পড়াশোনা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযোগ বজায় রাখাও অত্যন্ত প্রয়োজন। আজকের এই পিঠা উৎসব আয়োজন করার পেছনে যাদের অবদান, তাদের সকলকে সাধুবাদ জানাই।''

এই পিঠা উৎসবের মূল উদ্দেশ্য ছিল নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলার ঐতিহ্যবাহী পিঠা-পুলির সংস্কৃতি পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং উৎসবের আনন্দ সবার মাঝে ভাগাভাগি করে নেওয়া।

আনন্দঘন এই আয়োজন শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাঙালি সংস্কৃতি ও উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।